জরুরি সেবায় অফিস খুলছে আগামীকাল রোববার

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে সাধারণ ছুটিতে জরুরি সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব সরকারি অফিস সীমিত পরিসরে আগামীকাল রোববার থেকে খোলা রাখা হচ্ছে।

তবে এবার অন্যান্য জরুরি সেবার পাশাপাশি ১৮টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কার্যক্রম ঢাকা ও সারা দেশে সীমিত পর্যায়ে খোলা থাকবে। এ ছাড়া ওষুধশিল্প, উৎপাদন ও রপ্তানিসহ সব কলকারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে চালু রাখতে পারবে।

মন্ত্রণালয় ও বিভাগ খোলা রাখার আগের নির্দেশনা প্রত্যাহার করে নতুন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। প্রায় এক মাস বন্ধ থাকার পর আগামী কাল সচিবালয়ে অফিস করবে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

আজ শনিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব শেখ ইউসুফ হারুন ফোনে ইনকিলাবকে এ তথ্য জানান। জনপ্রশাসন সচিব বলেন, আগামী কাল রোববার জরুরি সেবায় নিয়োজিত অফিস গুলো সীমিত আকারে খুলবে। প্রথমে ১৮ মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সীমিত পরিসেও খোলা থাকবে এমন একটা প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছ।

এখন নির্দেশনা হলো, যেসব মন্ত্রণালয় বা বিভাগ জরুরি পরিষেবা ও কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত সেই সব মন্ত্রণালয় ও সীমিত আকারে খোলা রাখতে পারবে। সচিব বলেন, সাধারণ ছুটিকালীন ঢাকাসহ সব বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এসব মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তরগুলো সীমিত পরিসেও খোলা রাখতে বলা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে দুটি পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয় সাধারণ ছুটিকালীন ঢাকাসহ সব বিভাগ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১৮টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ খোলা থাকবে।

এই অফিসগুলো হলো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, কৃষি, বাণিজ্য, খাদ্য ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, জননিরাপত্তা

বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

দেশজুড়ে করোনাভাইরাস মোকাবিলা এবং এর বিস্তার রোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে গত ২৬ মার্চ থেকে দেশে সাধারণ ছুটি চলছে। সর্বশেষ সরকার সেই ছুটি আগামী ৫ মে পর্যন্ত বাড়িয়েছে সরকার।

দেশে করোনায় মোট মৃত্যু ১৩১, আক্রান্ত ৪৬৮৯

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। এনিয়ে মোট ১৩১ জন মৃত্যুবরণ করলেন। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় ৫০৩ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৪,৬৮৯।

আজ শুক্রবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়।

অনলাইন বুলেটিনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩,৬৮৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ৪ জন। এ নিয়ে মোট ১১২ জন।

গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাংলাদেশে নতুন করে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছিলেন ৪১৪ জন। মোট শনাক্ত হয়েছিলেন ৪,১৮৬ জন। এ ছাড়া গতকাল পর্যন্ত আরও ৭ জন মারা যান। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১২৭। আর সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১৬ জন। মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১০৮ জন।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

বৃহস্পতিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মেপ্র/এমএফআর

ছুটি বাড়ল ৫ মে পর্যন্ত

করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সরকারি-বেসরকারি অফিসে সাধারণ ছুটির মেয়াদ সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে ৫ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এ নিয়ে ৫ম দফায় ছুটি বাড়ানো হল। তবে এ সময়ে কিছু মন্ত্রণালয় জরুরি প্রয়োজনে খোলা থাকবে।

বুধবার বিকালে মোবাইল ফোনে গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

তিনি বলেন, ছুটি ৫ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। তবে এ সময়ের মধ্যে জরুরি প্রয়োজনে কিছু মন্ত্রণালয় খোলা থাকবে। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে বিস্তারিত জানানো হবে।

উল্লেখ্য, বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ যেন ছড়িয়ে না পড়ে- সেটি প্রতিরোধে সরকারের নির্বাহী আদেশে চার দফায় আগামী ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত দেশে সাধারণ ছুটি চলছে।

গত ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত প্রথম দফায় ছুটি ঘোষণা করা হয়। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে পরে এই ছুটি বাড়িয়ে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত করা হয়। এরপর ১৪ এপ্রিল এবং সর্বশেষ ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি বাড়ানো হয়।করোনাভাইরাসের কারণে প্রথম দফায় ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি দেয়া হয়েছিল। এরপর ছুটি বাড়িয়ে তা ১১ এপ্রিল করা হয়। ছুটি তৃতীয় দফা বাড়িয়ে করা হয় ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত। এরপর চতুর্থ দফায় ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি বাড়ানো হয়। এবার পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে পঞ্চম দফায় ছুটি বাড়ানো হল। সূত্র-যুগান্তর

দেশে গত ২৪ ঘন্টায় আরও ৩৯০ জনের করোনা আক্রান্ত

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৯০ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৩,৭৭২।

আজ বুধবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়।

অনলাইন বুলেটিনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩,০৯৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন পাঁচজন। এ পর্যন্ত মোট ৯২ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার নতুন করে ৪৩৪ জন আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং আরও ৯ জন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। গতকাল পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছিলো ৩,৩৮২ জন এবং মোট মৃত্যুর সংখ্যা ছিলো ১১০ জন। এছাড়া সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন আরো দুইজন। গতকাল পর্যন্ত সুস্থ হয়েছিলেন ৮৭ জন।

বাংলাদেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

জেলায় ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয়ে

দায়িত্ব পেলেন ৬৪ সচিব

করোনাভাইরাস মোকাবেলা ও ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য ৬৪ সচিবকে জেলা ভাগ করে দায়িত্ব বণ্টন করেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে কর্মকর্তাদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, কভিড ১৯ প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে জেলা পর্যায়ে চলমান ত্রাণ কার্যক্রম সুসমন্বয়ের জন্য সরকার ওই কর্মকর্তাদের জেলাওয়ারি দায়িত্ব প্রদান করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করা হয়, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এর আগে সোমবার সকালে ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের আটটি জেলার প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে সচিবালয়ে দৈনন্দিন কাজের চাপ কম হওয়ায় সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তারা এখন থেকে জেলা পর্যায়ে ত্রাণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, “আমি প্রত্যেক জেলায় ত্রাণকার্যক্রম তদারকি ও সে বিষয়ে আমার কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য একজন সচিবকে দায়িত্ব দিয়েছি, কারণ করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সচিবালয়ে তাদের নিয়মিত কাজের চাপ কমে গেছে।”

আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, “এছাড়াও, আমি ইতিমধ্যে আমার দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে সবোর্চ্চ পর্যায় থেকে ওয়ার্ড পর্যন্ত ত্রাণ কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছি। এই কমিটিগুলো স্থানীয় প্রশাসনকে কর্মহীনদের একটি সঠিক তালিকা তৈরি করতে সহায়তা করবে, যাদের সত্যিকার অর্থেই সরকার কর্তৃক সরবরাহ করা খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন।” সূত্র-যুগান্তর

এবার বঙ্গবন্ধুর বুকে গুলিবর্ষণকারী খুনি মোসলেহ উদ্দিনও আটক?

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বুকে গুলিবর্ষণকারী পলাতক খুনি রিসালদার (অব.) মোসলেহ উদ্দিন খান ভারতে অবস্থান করছেন বলে গোয়েন্দাদের হাতে তথ্য এসেছে। বিশ্বস্ত একটি সূত্র জানিয়েছে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার কয়েক বছর পর থেকে মোসলেম উদ্দিন ভারতে অবস্থান করছেন। এখান থেকেই তিনি কয়েকটি দেশেও যাতায়াত করতেন। এমনকি কয়েক বছর আগে তিনি বাংলাদেশেও এসেছিলেন।

সূত্র বলছে, পশ্চিমবঙ্গের গোবরডাঙ্গার ঠাকুরনগর এলাকায় তার স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে তিনি আয়ুর্বেদ ও হোমিও চিকিৎসক হিসেবে ডাক্তার দত্ত নামেপরিচিত ছিলেন। কয়েকদিন আগে ফাঁসি কার্যকর হওয়া বঙ্গবন্ধুর অপর খুনি আবদুল মাজেদের সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ হতো বলেও জানা গেছে। খবর আনন্দবাজার।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যাকাণ্ডের মিশনে অংশ নেয় তার মধ্যে মোসলেহ উদ্দিন অন্যতম। গুলির শব্দ শুনে বঙ্গবন্ধু যখন বিষয়টি জানার জন্য নিচে নামছিলেন সেই সময় সিঁড়িতে বঙ্গবন্ধুকে নিজহাতে গুলি করে হত্যা করে এই মোসলেহ উদ্দিন। ঠাণ্ডা মাথার এ খুনি জেলহত্যা মামলারও আসামি। এরপর অন্য খুনিদের সাথে তিনিও বঙ্গভবনে দায়িত্বপালন করেন। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর তাকে তেহরান ও জেদ্দা দূতাবাসে দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। তখন দেশে তিনি দুই-একবার আসেন বলেও জানা গেছে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর অন্য খুনিদের সাথে তিনিও দেশ ছেড়ে থাইল্যান্ড হয়ে পাকিস্তানে পালিয়ে যান। এরপর জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন। কয়েক বছর পর যান ভারতে। সেখানে উত্তর চব্বিশ পরগনার ঠাকুরনগর এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

সূত্রটি জানিয়েছে, সর্বশেষ ২০১৮ সালে সে বাংলাদেশে এসে পরিবারের

সাথে কয়েকদিন ছিল।

বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনী ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আব্দুল মাজেদ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হবার পর গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদে মোসলেহ উদ্দিন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানায়। এসময় গোয়েন্দারা মোসলেহ উদ্দিন স্ত্রী ও সন্তানদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। তার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয় গোয়েন্দারা।

এদিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি বিশ্বস্ত সূত্র জানায়, ২০১৬ সালে মোসলেহ উদ্দিন জার্মানিতে থাকার তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। এরপর আবদুল মাজেদ এবং মোসলেহ উদ্দিনের ভারতে থাকার মোটামুটি নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। তখন এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে চিঠিও দেওয়া হয়।

রিসালদার মোসলেহ উদ্দিনের ছেলে সাজিদুল ইসলাম খান বর্তমানে নরসিংদীতে বসবাস করেন। তিনি বলেন, বহু বছর ধরে পরিবারের সঙ্গে তার বাবার কোনো ধরনের যোগাযোগ নেই।

জানা যায়, মোসলেহ উদ্দিনের পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ের জাতীয় পরিচয়পত্রে সবকিছু ঠিক থাকলেও শুধু পিতার নাম বদল করা হয়েছে। মোসলেহ উদ্দিনের নামের জায়গায় লেখা হয়েছে রফিকুল ইসলাম খান।

মোসলেহ উদ্দিন ’৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর নরসিংদী জেলার শিবপুরের দত্তেরগাঁও এলাকায় বাড়ি করে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। ’৯৬ সালের আগ পর্যন্ত কোনো সরকারই মোসলেহ উদ্দিনের বিরুদ্ধে তদন্তের উদ্যোগ নেয়নি। এমনকি বিএনপি সরকারের সময় তার বাড়িতে সার্বক্ষণিক পুলিশি নিরাপত্তা থাকতো। ’৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার তদন্ত শুরু হলে তার বাড়িসহ বেশকিছু সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হয়। একপর্যায়ে খুনি রিসালদার মোসলেহ উদ্দিন পালিয়ে যান। তার পরিবারের সদস্যরাও দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। অনেকেই নিরাপদ স্থানে গা ঢাকা দেন।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামিদের কয়েকজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার কয়েক বছর পর তাদের জন্য পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূলে আসে। এ সুযোগে মোসলেহ উদ্দিনের পরিবারের সদস্যরা ফের নরসিংদী এলাকায় ফিরে আসেন। কিন্তু এবার মোসলেহ উদ্দিনের ৫ ছেলে ও এক মেয়ের সবাই কৌশলে পিতার নাম বদলে নিতে সক্ষম হন। জাতীয় পরিচয়পত্র থেকে শুরু করে সরকারি সব ধরনের কাগজপত্রে তাদের পিতার নাম হয়ে যায় রফিকুল

ইসলাম খান।

নতুন পরিচয়ে তারা সমাজের মূল ধারায় মিশে যান খুব সহজে। চাকরি ও ব্যবসা- বাণিজ্য শুরু করেন নতুন করে। মোসলেহ উদ্দিনের বড় ছেলে সাজিদুল ইসলাম খান নরসিংদী শহরের টাউন হল মোড়ে হোটেল ব্যবসা করছেন। দ্বিতীয় পুত্র শফিকুল ইসলাম খান চাকরি নেন জেনারেল ফার্সাসিটিক্যালস কোম্পানিতে।

তৃতীয় ছেলে মাহমুদুল ইসলাম খান সিনিয়র আরএসম পদে চাকরি পান অ্যালকো ফার্মাসিটিক্যালসে। চতুর্থ পুত্র মজিদুল ইসলাম খান পরিবারিক সম্পত্তি দেখাশোনা করেন এবং পঞ্চম পুত্র মহিদুল ইসলাম খান নদী কনস্ট্রাকশন লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন উঁচু পদে। মোসলেম উদ্দিনের একমাত্র মেয়ে সানাজ খানের বিয়ে হয় নরসিংদীতেই। তার স্বামী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া এখন দক্ষিণ কারারচর মৌলভী তোফাজ্জল হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক।

জাতির পিতার খুনিদের মধ্যে ছয়জন দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন। খন্দকার আবদুর রশিদ, এ এম রাশেদ চৌধুরী, শরিফুল হক ডালিম, এসএইচএমবি নূর চৌধুরী, আবদুল মাজেদ ও রিসালদার মোসলেমউদ্দিন খান। ২০০৯ সালে পলাতক এই ছয়জনের বিষয়ে ইন্টারপোল রেড নোটিশ জারি করে।

সূত্র-পূর্বপশ্চিমবিডি

বিমার বদলে সরকারি কর্মচারীদের সরাসরি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব

করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের সেবা দিতে চিকিৎসক, নার্স থেকে শুরু করে মাঠপর্যায়ে যেসব সরকারি কর্মচারী কাজ করছেন, তাঁদের বিমাসুবিধার পরিবর্তে সরাসরি নগদ অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের গ্রেড এবং আক্রান্ত ও মৃত্যু অনুযায়ী আর্থিক সহায়তার পরিমাণ হবে ৫ থেকে ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭

এপ্রিল বিভিন্ন জেলার সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে দেওয়া বক্তব্যে বলেন, ‘যেসব চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মী মানুষকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের পুরস্কৃত করতে চাই। তাঁদের একটা সম্মানীও দিতে চাই।’ চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে দায়িত্ব পালনকারী সরকারি কর্মচারী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য সবাইকে বিশেষ বিমা পলিসির আওতায় আনার ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বিমা পলিসি আর হচ্ছে না। এর বদলে সবাইকে সরাসরি টাকা দেওয়া হবে। আর পুরো বিষয় দেখভাল করবে সরকারি কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড। সূত্রগুলো জানায়, প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ), জীবন বিমা করপোরেশন এবং সরকারি কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড একটি খসড়া নীতিমালা তৈরি করে। ওই নীতিমালা চূড়ান্ত করার জন্য ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে পুরো বিষয় উল্টে যায়। ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, এ সময়ে বিমা পলিসি করা কঠিন হবে। কারণ, পলিসি করতে হলে আসবে প্রিমিয়ামের প্রশ্ন। এখন কারও কাছ থেকে প্রিমিয়াম নেওয়া সম্ভব হবে না।

অর্থসচিব আবদুর রউফ তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জাফর ইকবাল, জীবন বিমা করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহফুজুল হক, আইডিআরএর সদস্য মোশাররফ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের পরদিন অর্থাৎ ১৩ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন, চিকিৎসকদের বিশেষ সম্মানী দিতে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হচ্ছে। আর দায়িত্ব পালনকারী কেউ আক্রান্ত হলে পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য থাকছে ৫ থেকে ১০ লাখ টাকার স্বাস্থ্যবিমা এবং মৃত্যুর ক্ষেত্রে ৫ গুণ বেশি। স্বাস্থ্যবিমা ও জীবনবিমা বাবদ ৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী।

Lifebuoy Soap
অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, আর্থিক সুবিধা দেওয়াসংক্রান্ত একটি সারসংক্ষেপ অনুমোদনের জন্য এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদনের পর তা নীতিমালা আকারে জারি করবে অর্থ মন্ত্রণালয়। খসড়া প্রস্তাবে বলা হয়েছে, চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, প্রশাসনের কর্মচারী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, প্রত্যক্ষভাবে

তিনি করোনা মোকাবিলায় কীভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন, তার সুনির্দিষ্ট বিবরণসংবলিত প্রত্যয়নপত্রও লাগবে। সেখানে তাঁর কাজের ধরন, কোথায়, কীভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠানপ্রধান এই প্রত্যয়নপত্র দেবেন। সূত্র-প্রখম আলো

ত্রাণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে রিপোর্ট দেবেন সচিবেরা : প্রধানমন্ত্রী

ত্রাণ কার্যক্রম ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়গুলো ঠিকমতো হচ্ছে কি না, এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে রিপোর্ট দেবেন সচিবেরা। এ জন্য প্রতি জেলায় একেকজন সচিবকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ সোমবার সকালে গণভবন থেকে ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের আট জেলার কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘একেক জেলায় একেকজন সচিবকে দায়িত্ব দিয়েছি যে এই ত্রাণ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার কাজগুলো যথাযথভাবে হচ্ছে কি না, তা খোঁজখবর নেবেন এবং সেই রিপোর্ট আমাকে দেবেন। সাথে সাথে আমাদের যারা দলীয় লোকজন আছেন, তাঁদের নির্দেশনা দেওয়া আছে দলের পক্ষ থেকে। ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত কমিটি করে দেবে। সেখানে যাঁদের ত্রাণ পাওয়ার কথা, তাঁরা যেন পান। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজটি করবে।’

প্রধানমন্ত্রী এ সময় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন কাজ তুলে ধরে তাঁদের প্রশংসাও করেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘দুর্যোগ এলে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। সাহসের সাথে সেটা মোকাবিলা করতে হবে। তিনি ১৯৭১ সালের কথা তুলে ধরে বলেন, মনে সাহস নিয়ে করোনাভাইরাসকে মোকাবিলা করতে হবে এবং বাঙালিকে বিজয়ী হতে হবে। তিনি বলেন, ‘দুর্যোগ আসে, দুর্যোগ

প্রাদুর্ভাব যেন ছড়িয়ে না পড়ে। সেদিকে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা মেনে চলবেন।’ সূত্র-প্রথম আলো